[২০১৯] ৮ এস. সি. আর. ৮৮৩

তামিল নাড়ুর রাজ্য

বনাম

ড. বসন্তী বীরসেকরন

(২০০৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮৬২৬)

০১, জুলাই, ২০১৯

[এ. এম. খানউইলকার এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বিকল্প আবাসন স্থান বরাদ্দ-বেসরকারী উত্তরদাতাদের মালিকানাধীন এবং মালিকানাধীন সম্পত্তি 'গণ দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল (এম. আর. টি. এস) রেল প্রকল্প, ১৫৯৪ সালের আইনের বিধানের অধীনে-রিট পিটিশন-উচ্চ আদালত অধিগ্রহণ কার্যধারার চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করার সময় পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসনের মাধ্যমে একটি আবাসন সাইট বরাদ্দের জন্য বেসরকারী উত্তরদাতাদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার জন্য-এর অনুসরণে, রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, তবে দাবি করা ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল-রাজ্য সরকারের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে লিখিত পিটিশন-উচ্চ আদালত বলেছিল যে আবেদনকারীরা রেলপথের জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিশেষ বিভাগের অধীনে বিকল্প সাইটের অধিকারী ছিলেন-পি আপিলের ভিত্তিতে, বলা হয়েছেঃ বর্তমান মামলায় অধিগ্রহণ শহুরে এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বা অধিগ্রহণকৃত জমি অবস্থিত ছিল এমন শহুরে এলাকার বাসিন্দাদের একটি আবাসন প্রকল্প প্রদানের উদ্দেশ্যে ছিল না-অধিগ্রহণটি ছিল রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এম. আর. টি. এস (রেলওয়ে)-এর একটি প্রকল্পের জন্য, এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ দাবি করা হয়েছিল-হাইকোর্টের আদেশে বলা হয়েছে যে এই প্রকল্পটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি, বিকল্প প্রকল্প/আবাসন সাইটগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি বাতিল করা হয়নি, এবং হাইকোর্টের নির্দেশে বলা হয়েছে,

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

বলেছে ঃ ১. বর্তমান মামলায় অধিগ্রহণ অবশ্যই শহুরে এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বা অধিগ্রহণকৃত জমি অবস্থিত শহুরে এলাকার বাসিন্দাদের আবাসন প্রকল্প প্রদানের উদ্দেশ্যে নয়। অধিগ্রহণ, ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এম. আর. টি. এস (রেলওয়ে)-এর একটি প্রকল্পের জন্য এবং রাজ্য সরকার বা রাজ্য কর্তৃপক্ষের জন্য নয়। উপরন্তু, স্বীকারযোগ্যভাবে, প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিকল্প আবাসন সাইট সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বাস্তবায়িত উল্লিখিত রেল প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত কোনও প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়নি। এই ধরনের পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে, হাইকোর্ট এখনও রাজ্য সরকার এবং তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডকে রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে বেসরকারী উত্তরদাতাদের বিকল্প জমি প্রদানের জন্য একটি নির্দেশ জারি করতে পারে। এই নির্দেশটি আইনে গ্রহণ করা যায় না। এটি নিউ রেভিয়েরা কুপের হাউজিং সোসাইটি এবং অন্য বনাম বিশেষ জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্তিটির অন্তর্নিহিত নীতি থেকে আরও জোরদার করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তে, আদালত উল্লেখ করেছে যে এটি একটি ভিন্ন বিষয় হবে যদি রাজ্য একটি বিকল্প স্থান প্রদানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে তবে জমি অধিগ্রহণের সমস্ত ক্ষেত্রে শর্ত হিসাবে সেই নীতিটি বাড়ানো যাবে না যে মালিককে অবশ্যই একটি বিকল্প স্থান বা ফ্ল্যাট দিতে হবে। আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যে তাদের বিকল্প স্থান না দিয়ে তাদের জমি অধিগ্রহণ ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের জীবনের অধিকারকে লঙ্ঘন করবে। [অনুচ্ছেদ ৯] [৮৯৫-এফ-এইচ; ৮৯৬-এ-সি]

২. আবার, কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্য বনাম ভাস্করন পিল্লাই এবং আনরের ক্ষেত্রে, আদালত জমির মালিকদের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে যে জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের জন্য অব্যবহৃত অধিগ্রহণ করা জমি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। পরিবর্তে, আদালত বলেছিল যে যেহেতু অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমি রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই অব্যবহৃত অধিগ্রহণ করা জমি কেবল জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে যাতে জনগণ বেশি মূল্য পেয়ে উপকৃত হয়। অন্য ক্ষেত্রে, তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড বনাম এল. চন্দ্রশেখরন (মৃত) এল আর এস দ্বারা এবং অন্যরা, আদালত জনসাধারণের আস্থার মতবাদ পুনর্ব্যক্ত করে, যা রাষ্ট্রকে বাজার মূল্যের চেয়ে কম বিবেচনার জন্য সম্পত্তি ফেরত দিতে অক্ষম করে, যদি এটি অন্য কোনও জনসাধারণের জন্য ব্যবহার করা না যায়

এর উদ্দেশ্য রাজ্য দ্বারা এমন ক্ষেত্রে যেখানে ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১০] [৮৯৬-ডি-এফ]

৩. বেসরকারী উত্তরদাতারা অবশ্য অনুরোধ করবেন যে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং রাজ্যের মধ্যে বর্ণিত প্রকল্পের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এবং যে কারণে, রাজ্য সরকারকে বিবেচনার ভিত্তিতে কোটা প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান রাজ্য নীতি থেকে প্রবাহিত হওয়া তার বাধ্যবাধকতা থেকে এটিকে সরিয়ে নেওয়া যায়নি। বেসরকারী উত্তরদাতা (গুলি) এমন উদাহরণের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এই বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে ১৫ এপ্রিল, ২০১৯-এ দায়ের করা অতিরিক্ত হলফনামায় আর ৪, আর ৫ এবং আর ৬-এ সংযুক্ত যোগাযোগগুলি থেকে স্পষ্ট হয়। [অনুচ্ছেদ ১১] [৮৯৭-সি]

৪. উক্ত যোগাযোগগুলি পর্যালোচনার পর। এটা স্পষ্ট যে, এই ক্ষেত্রে, এল. আই. জি/এম. আই. জি প্রকল্পের আওতায় বাড়ি নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিকল্প আবাসন স্থান দেওয়ার জন্য একটি নীতি বিদ্যমান ছিল। সেই প্রকল্পগুলি রাজ্য আবাসন পর্ষদ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি বেসরকারী উত্তরদাতাদের কোনও কাজে আসবে না যাদের জমি ভারত সরকার (রেল) দ্বারা এম. আর. টি. এস প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী 'উত্তরদাতাদের' যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ১৮৯৪ সালের আইনের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। অতএব, তারা রাজ্য সরকার বা তামিলনাড়ু আবাসন বোর্ডের কাছ থেকে আরও কম ত্রাণ আশা করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১২] [৮৯৭-ডি-এফ]

নিউ রেভিয়েরা কোপ. হাউজিং সোসাইটি এবং আনার বনাম বিশেষ জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অন্যান্যরা. (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৭৩১: [১৯৯৫] ৬ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর ১৬৯; কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা। ভাস্করন পিল্লাই এবং আনার (১৯৯৭) ৫ এস. সি. সি ৪৩২: [১৯৯৭] ১ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর ৮৭; জামিল নাড়ু হাউজিং বোর্ড বনাম এল. এল. চন্দ্রশেখরন (মৃত) এল. আর. এস এবং অন্যরা দ্বারা। (২০১০) ২ এস. সি. সি ৭৮৬; ভি. চন্দ্রশেখরন এবং আনার বনাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অন্যরা (২০১২) ১২ এস. সি. সি ১৩৩: [২০১২] ১০ এস. সি. আর ৬০৩-এর উপর নির্ভরশীল।

ভরত সিং এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৮৮) ৪ এস. সি. সি ৫৩৪: [১৯৮৮] ২ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর ১০৫০-প্রয়োগযোগ্য নয়।

হংসরাজ এইচ জৈন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৩) ৩ এস. সি. সি. ৬৩৪: [১৯৯৩] ১ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর. ২১৬; উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম শ্রীমতী পিস্তা দেবী এবং অন্যান্য (১৯৮৬) ৪ এস. সি. সি. ২৫১: [১৯৮৬] ৩ এস. সি. আর. ৭৪৩; এস. বি. কিশোর বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এ. আই. আর. ১৯৯১ এস. সি. ৯০)-উল্লিখিত।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[১৯৯৩] ১ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর. ২১৬ অনুচ্ছেদ ২

[১৯৮৬] ৩ এস. সি. আর. ৭৪৩ অনুচ্ছেদ ৯

[১৯৯৫] ৬ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর. ১৬৯ অনুচ্ছেদ ৯ উল্লেখ করা হয়েছে

[১৯৯৭] ১ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর. ৮৭ অনুচ্ছেদ ১০ উপর নির্ভর করেছে

(২০১০) ২ এস. সি. সি. ৭৮৬ অনুচ্ছেদ ১০ উপর নির্ভর করেছে

[২০১২] ১০ এস. সি. আর. ৬০৩ অনুচ্ছেদ ১০ উপর নির্ভর করেছে

[১৯৮৮] ২ সাপ্লিমেন্টারী এস. সি. আর. ১০৫০ অনুচ্ছেদ ১৪ অপ্রয়োগযজ্ঞ

[এ. আই. আর ১৯৯১ এস. সি ৯০ অনুচ্ছেদ ১৫ উপর নির্ভর করেছে

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং(গুলি), ২০০৯-এর ৮৬২৬ উল্লেখ করা হয়েছে।

২০০৬ সালের ডব্লিউ. পি. নং ১১৯০৭-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২৮.০৪.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সি. এ. নং, ৮৬২৫/২০০৯, সি. এ. নং, ৮৬২৭/২০০৯ এবং সি. এ. নং, ৮৬৩০/২০০৯

ভি. গিরি, প্রবীণ আইনজীবী, সি. পরমশিবম, মিসেস পূর্বিতা মিত্র, মিসেস স্বাধা এবং কে. ভি. ভিজ আয়কুমার, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীগণ।

এ. মারিয়ারপুত্থাম, প্রবীণ আইনজীবী, মিসেস অরুণা মাথুর, অবনীশ অর্পুথাম, মিসেস অনুরাধা অর্পুথাম, মিসেস গেতাঞ্জলী, আর. আয়াম পেরুমল, সি. পরমশিবম, এম. যোগেশ খান্না, মেসার্স অর্পুথাম অরুণা অ্যান্ড কোং এবং ভি. রামসুব্রমনিয়ান, আইনজীবী উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এ. এম. খানউইলকার,বিচারপতি

১.এই আপীলগুলি মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের ২৮ এপ্রিল, ২০০৬ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা সংশ্লিষ্ট আপীলগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষদের দায়ের করা সম্পর্কিত রিট পিটিশনগুলি নিষ্পত্তি করেছে।

যদিও চারটি পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল,/বিতর্কিত রায়ে প্রকৃত বর্ণনা থেকে একটি সাধারণ তথ্য লক্ষ্য করা গেছে যে সংশ্লিষ্ট আপিলগুলিতে বেসরকারী উত্তরদাতাদের মালিকানাধীন এবং মালিকানাধীন সম্পত্তি জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (সংক্ষেপে "এমআরটিএস") এর বিধানগুলির অধীনে "গণ দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা" (সংক্ষেপে "এমআরটিএস") রেলওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার পরে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি পুরষ্কার পাস এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল গ্রহণের সাথে শেষ হয়েছিল। দখল নেওয়ার পরে, বিষয় সম্পত্তিটি রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

২. সংশ্লিষ্ট আপিলের ব্যক্তিগত উত্তরদাতা অবশ্য উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দাখিল করে অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকে ব্যর্থভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। চ্যালেঞ্জটি প্রত্যাখ্যান করার সময়, উচ্চ আদালত ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩-এর আদেশের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে যে রাজ্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সম্ভবত হংসরাজ এইচ জৈন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং ওআরএস-এর (ভুলভাবে লক্ষীত সিং বনাম পাঞ্জাব-১৯৯৩ এআইআর এসসিডাব্লু ২৯৩৮ হিসাবে উল্লিখিত) বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে পুনর্বাসনের মাধ্যমে একটি আবাসন সাইটের টিএম বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনে বেসরকারী উত্তরদাতাদের দ্বারা করা উপস্থাপনা বিবেচনা করা উচিত। উক্ত আদেশের কার্যকরী অংশটি এইভাবে পড়েঃ

> " ৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে এআইআর ১৯৮৬ এসসি ২০২৫, এআইআর ১৯৮৮ এসসি ২১৮১, এআইআর ১৯৯১ এসসি ৯০ এবং এআইআর এসসিডাব্লু ১৯৯৩ (@২৯২৩)-এ রিপোর্ট করেছেন যে শহরের যে কোনও একটি আবাসন প্রকল্প থেকে জমি বরাদ্দ করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।
>
> ৬. এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীদের দ্বারা গৃহীত বর্তমান আবেদনগুলি আরও বিবেচনার যোগ্য এবং আবাসন সাইটের জন্য আবেদনকারীদের অনুরোধ পুনর্বাসনের মাধ্যমে রাজ্য দ্বারা বিবেচনা করার যোগ্য।
>
> ৭. অতএব, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীরা রাজ্য সরকার এবং তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের কাছে যে কোনও একটি আবাসন প্রকল্পে বাড়ির জায়গার বরাদ্দের জন্য আবেদন করলে

১ (১৯৯৩) ৩ এস. সি. সি ৬৩৪

তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড দ্বারা প্রচারিত, তাদের অনুরোধটি জমি বরাদ্দের জন্য বিবেচনা করা হবে, রেলপথের জন্য জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে, যেমনটি সুপ্রিম কোর্ট লাখজিৎ সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্যে ১৯৯৩ সালে এআইআর এসসিডাব্লু ২৯৩৮-এ রায় দিয়েছে।

৮. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, উপরের বিবিধ পিটিশনগুলি সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়।

৩. হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ(রা) রাজ্য সরকারের কাছে তাদের আবেদন তুলে ধরেন। পরবর্তীতে, রাজ্য সরকার ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ(রা)-কে কোনো সহায়তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ২৬ মে, ২০০৫ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত জানায়। এটি প্রাসঙ্গিক হবে যদি আমরা এক এমন যোগাযোগের প্রতিলিপি তুলে ধরি, যা সিভিল আপীল নং ৮৬২৫/২০০৯ এবং সিভিল আপীল নং ৮৬৩০/২০০৯-এর ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষকে পাঠানো হয়েছিল। এটি নিম্নরূপ পড়া যায়:

"তামিলনাড়ু সরকার

বাসস্থান এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর
সচিবালয়, চেন্নাই-৯

থেকে
থিরু লাল রাওয়ানা সাইলো,
আই. এ. এস.,
সরকারের সচিব

চিঠি
নং: ৪১৬২৯/ইউ ডি ৩(২)/২০০৩-১৩
তারিখ: ২৬.০৫.২০০৫

প্রতি
থিরু পি. আরিভুদৈনাম্বি,
এম আই জি নং.৩, সান্থোমি হাই রোড,
ফোরশোর এস্টেট,
টি এন এইছ বোর্ড,
চেন্নাই-৬০০০২৮।

তৃতীয়া. স. সুলোচনা,
১৯, লিথ ক্যাসেল স্ট্রীট,
সীভিউ অ্যাপার্টমেন্টস,
সান্থোমি,
চেন্নাই-৬০০০২৮।"

স্যার/ম্যাডাম,

বিষয় : ভূমি অধিগ্রহণ - ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম - ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমের জন্য অধিগৃহীত ভূমি, এস.নং,৩০০/১২, ৫৪৪৫ বর্গফুট, তৃতীয়া. স. সুলোচনার মালিকানা, এস. নং,৩০০/১৩, ৫৫৫৪ বর্গফুট, থিরু পি. আরিভুদৈনাম্বির মালিকানা - প্লট বরাদ্দের অনুরোধ।

সংক্রান্তঃ :
১. হাইকোর্টের আদেশ তারিখ ০১.১২.২০০৩, ডাবলু পি এম পি নং ২৩০৭৭/২০০৩ এবং ডাবলু পি নং ৩৩৭২/২০০৩ ইত্যাদি।
২. হাইকোর্টের আদেশ তারিখ ১২.১২.২০০৩, ডাবলু পি এম পি নং ২৮৮৮৩/২০০৩, ডাবলু পি নং ৩৩৭২/২০০৩ ইত্যাদি।
৩. আপনার আইনজীবী নোটিশ তারিখ ১০.১১.২০০৪।
৪. আপনার পিটিশন তারিখ ০১.০৮.২০০৪, ২১.০২.২০০৫ এবং ২১.০৪.২০০৫।
৫. হাইকোর্টের আদেশ তারিখ ০৪.০৩.২০০৫ এবং ১৮.০৩.২০০৫, ডাবলু পি নং ৭৪৬৯/২০০৫।

হাইকোর্টের প্রথম উল্লিখিত আদেশে, মাননীয় আদালত আপনার ডাবলু পি এম পি নং ২৩০৭৮/২০০৩ এবং ১১২৯০/২০০৩ বাতিল করেছে।

২. হাইকোর্টের দ্বিতীয় উল্লিখিত আদেশে, মাননীয় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, যদি আবেদনকারীরা রাজ্য সরকারের কাছে এবং তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের কাছে হাউজ সাইট বরাদ্দের জন্য আবেদন করেন, তবে তাদের অনুরোধ বিবেচনায় নেওয়া হবে। অতএব, মাননীয় আদালতের আদেশ অনুযায়ী, আপনার আবেদন তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে সরকারের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩. আমি, যথাযথভাবে, আপনাকে অবহিত করতে নির্দেশিত হয়েছি যে, ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সময় ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আপনাকে প্রক্রিয়াগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন এবং আইনানুগ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, ০৮.০১.২০০৩ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পুরস্কার নং ১/২০০৩ পাস করা হয়েছে। ডাবলু. পি.নং,১৬৯২৯/৯৯ অনুসারে, এটি একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য হয়েছে। ১০.১০.২০০২ তারিখে, আপনার দাখিল করা আবেদন অনুযায়ী, মাননীয় আদালত ডাবলু. পি. নং,১৪১১৮৩/২০০০ এবং ডাবলু. পি. নং,১৫৯৭৪/২০০০ সহ ডাবলু. পি.নং,৩৬৯৮০/২০০২-এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ক্ষতিপূরণের অর্থ হাইকোর্টে জমা দেওয়া হোক, যা পালন করা হয়েছে। অতএব, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি দখল করা হয়েছিল

সমস্ত বিধিবদ্ধ বিধান এবং আদালতের আদেশ পর্যবেক্ষণের পর ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিককে গণ দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা প্রকল্পের জন্য মেট্রোপলিটন পরিবহন প্রকল্প (রেল)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৪. আপনি আবার প্রসঙ্গ ৩-এ একটি আইনজীবী নোটিশ জমা দিয়েছেন "প্রসঙ্গ ৪-এ উদ্ধৃত এবং আবেদন পাঠানো হয়েছে" যা আপনার অনুরোধ পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতএব, প্রসঙ্গ ৫-এ উল্লিখিত হাইকোর্টের আদেশের আলোকে আপনার অনুরোধটি আবার সরকার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। মাননীয় হাইকোর্ট, ০৪.০৩.২০০৫ তারিখের উক্ত আদেশে এবং ১৮.০৩.২০০৫-এ সংশোধন করে আদেশ দিয়েছে যে, হাউজিং বোর্ডের পরিবর্তে সরকার আইন অনুসারে যথাযথ আদেশ পাস করবে। তাই পুরো বিষয়টি আবার সরকার দ্বারা নতুন করে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

৫, ইতিমধ্যেই একাধিকবার হাইকোর্টের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড/চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রকল্পের কোনও একটিতে জমি বরাদ্দের জন্য আপনার অনুরোধ উত্থাপিত হবে না কারণ জমিগুলি চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রকল্পের তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়নি, তবে সেগুলি ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের (রেলওয়ে) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল যা তাদের রেল প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের অধীনে আসে। তাই এস নং, ৩০০/১২-এ আপনার জমি অধিগ্রহণ করা হবে, জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে যথাক্রমে ৫৪৪৫ এবং ৫৫৫৪ পরিমাপ করা কোনওভাবেই নির্বিচারে বা অবৈধ ছিল না কারণ জমি অধিগ্রহণ আধিকারিক দ্বারা সমস্ত পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জমিগুলি ইতিমধ্যে গণ দ্রুত ট্রানজিট সিস্টেমের জন্য মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ে)-এর হাতে ন্যস্ত ছিল এবং তাই, তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড বা চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দ্বারা জমি অধিগ্রহণ না করা হলে কোনও প্রকল্প এলাকায় আপনাকে জমি বরাদ্দের কোনও যৌক্তিকতা নেই।

৬. অতএব, আমাকে আপনাকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পূর্ববর্তী বৈধ কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অনুরোধটি মেনে চলা সম্ভব নয়।

আপনার বিশ্বস্ত

এসডি/-

সরকারের সচিবের জন্য।

অনুলিপি প্রেরিতঃ

সদস্য-সচিব, চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চেন্নাই-৮।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড, চেন্নাই ৩৫;

চেন্নাইয়ের কালেক্টর, সিঙ্গারাভেলার মালিগাই, রাজাজি সালাই, চেন্নাই-১।

বিশেষ তহশিলদার (জমি অধিগ্রহণ) এম. আর. টি. এস, তিউরমাইলাই রেলওয়ে স্টেশন, মাইলাপুর, চেন্নাই১-৪।

বিশেষ তহশিলদার, (জমি অধিগ্রহণ), চেন্নাই মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চেন্নাই-৮ (নির্দেশনা ও তথ্যের জন্য)।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

অপরটিতে বেসরকারী উত্তরদাতাদের দ্বারা করা উপস্থাপনা, আপিল, তবে উত্তর দেওয়া হয়নি, যার ফলস্বরূপ তারা নতুন রিট পিটিশন (গুলি) দায়ের করেছিল যা বেসরকারী উত্তরদাতা (গুলি) দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশন (গুলি) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে শুনানি হয়েছিল ২৬ মে, ২০০৫ তারিখের যোগাযোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করে পূর্বোক্ত দুটি আপিল, তাদের উপস্থাপনা প্রত্যাখ্যান করে।

৪, সমস্ত সংযুক্ত রিট পিটিশনগুলি তদনুসারে শুনানি করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত রায় দ্বারা একসাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উত্তরদাতা (গুলি) দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশনগুলিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের সাথে যে কারণটি বিবেচনা করা হয়েছিল তা বিতর্কিত রায়ের অনুচ্ছেদ নং, ৬ এবং ৭-এর আলোচনা থেকে বোঝা যায়। আমরা অনুচ্ছেদ নং, ৮ এবং বিতর্কিত রায়ে অন্তক্ত কার্যকরী আদেশের সাথে একই পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত বলে মনে করি। একইভাবে পড়া হয়ঃ

> ৬. আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে এই আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। যদিও বলা হয়েছে যে আবেদনকারী/জমির মালিকরা জমা করেছেন, তবুও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করেও আবেদনকারীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি দখল করা হয়েছিল। এটিও বিতর্কিত নয় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য, অর্থাৎ এম. আর. টি. এস প্রকল্প, জমি দখল জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছিল এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করেই নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল। এই কারণেই বিদ্বান বিচারক ১২.১২.২০০৩ তারিখের আদেশে নির্দেশগুলি পাস করেছিলেন।

বিষয়টি হলো, সম্মানিত বিচারক সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৩ সালের এআইআর এসসিডব্লিউ ২৯২৩ (উপরোক্ত উদ্‌ধৃত) রায়ের ওপর ভারীভাবে নির্ভর করেছিলেন যখন তিনি সরকারকে ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। যেমনটি বিচারক ১২.১২.২০০৩ তারিখের আদেশে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আবেদনকারীরা তাদের ভূমি রেলওয়ের জন্য অধিগ্রহণের কারণে বিশেষ শ্রেণির স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের অধিকারী, অতএব তাদের বিকল্প সাইট পাওয়ার অধিকারী। দুর্ভাগ্যক্রমে, ডব্লিউ.পি. নং ৩৯২৭৯/২০০৫-এ দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ, বিচারকের ১২.১২.২০০৩ তারিখের যুক্তিযুক্ত ইতিবাচক নির্দেশনার পরও আবেদনকারীর অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেছে। তদ্রুপ, অন্যান্য দুই মামলায়, যদিও আদেশটি ১২.১২.২০০৩ তারিখে প্রাথমিকভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮.৪.২০০৫ তারিখে আবেদন করা হয়েছিল, তবে সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো আদেশ প্রদান করেনি।

৭. বিশেষ পরিস্থিতির দৃষ্টিতে, যেমনটি আবেদনকারীদের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই জোরপূর্বক দখল করা হয়েছিল; এবং আবেদনকারীরা যেভাবে তাদের নিজস্ব আবাসন প্লট হারানোর দাবি করেছেন; এবং এই আদালতের ১২.১২.২০০৩ তারিখের ইতিবাচক নির্দেশনাটি লক্ষ্য রেখে, যে অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণির স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের জন্য সমান বিকল্প সাইট প্রদান করতে হবে; আমরা মনে করি যে, ডব্লিউ.পি. নং ৩৯২৭৯/২০০৫-এ সরকারের ২৬.০৫.২০০৫ তারিখের প্রত্যাখ্যান আদেশটি বাতিল করতে হবে। ডব্লিউ.পি. নং ১১৯০৭ এবং ১১৯০৮/২০০৬ মামলায় আবেদনকারীরা একই ধরনের বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী, যেমনটি ১২.১২.২০০৩ তারিখের আদেশে নির্দেশিত হয়েছে।

৮. এই পরিস্থিতিতে, আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করছি:-

(i) সরকারের সচিব, হাউজিং এবং পার্শ্ববর্তী ভূমি উন্নয়ন বিভাগ, ফোর্ট সেন্ট জর্জ, চেন্নাই-৯কে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, আবেদনকারীদের জন্য অধিগৃহীত ভূমির পরিমাণের প্রায় সমান বিকল্প ভূমি, কর্পোরেশন/শহরের সীমানার মধ্যে, এই আদেশের কপি প্রাপ্তির পর আট সপ্তাহের মধ্যে বরাদ্দ করতে হবে।

(ii) আবেদনকারীদের তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ভূমির মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৯. উল্লিখিত নির্দেশনাগুলির সাথে রিট পিটিশনগুলি অনুমোদিত হয়েছে। কোনো খরচ নেই। সম্পর্কিত বিবিধ পিটিশনগুলি বন্ধ করা হলো।"

(গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে)

৫. এই আপিলগুলির মাধ্যমে, রাজ্য সরকার উল্লিখিত রায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে। আবেদনকারীর মতে, বিষয়বস্তু ভূমিগুলি আইন অনুযায়ী অধিগৃহীত হয়েছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এর অধিকারী গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরে এটি এম আর টি পি প্রকল্প (রেলওয়ে) এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য কথায়, ভূমিটি তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডের জন্য অধিগৃহীত হয়নি। তারা যুক্তি দেয় যে, হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা একটি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকারীদের জন্য একটি বিকল্প আবাসন সাইট সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল। তারপর তারা যুক্তি দেয় যে, হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশনা একটি অতিরিক্ত-আইনিক সুবিধা দেওয়ার মতো, যেখানে অধিগৃহীত ভূমির পরিবর্তে বিকল্প সাইট বরাদ্দ করা হয়েছে, যখন ১৮৯৪ আইনের অধীনে বা এম আর টি পি প্রকল্প সম্পর্কিত কোনো বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। আবেদনকারী হাইকোর্টের রায়ে উল্লেখিত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছে, যা বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে তারা দাবি করছে।

৬. অপরদিকে, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকারীরা হাইকোর্টের রায়ে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সমর্থন প্রদান করেছে এবং তারা যুক্তি দেয় যে, হাইকোর্টের ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখের আদেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতার পরিপূরক হিসেবে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আরো জানা গেছে, হাইকোর্টের রায়ে উল্লেখিত বিচারিক সিদ্ধান্তগুলির আলোকে, আবেদনকারী-রাজ্য তাদেরকে বিকল্প আবাসন সাইট বরাদ্দ করার বিষয়ে বিশেষ শ্রেণির স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের জন্য কোনো অনধিকারী দাবি অস্বীকার করতে পারে না। এছাড়া, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকারীরা, এই আপিলগুলির বিচারাধীন অবস্থায়, একটি হলফনামা জমা দিয়েছে, যেখানে তারা রেকর্ডে তুলেছে যে অতীতে রাজ্য সরকার তাদের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রভাবিত ব্যক্তিদের বিকল্প আবাসন সাইট বরাদ্দ করতে ইচ্ছাকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকারীরা দাবি করছে যে, বর্তমান মামলার ঘটনাপ্রবাহে কোনো হস্তক্ষেপ প্রয়োজন নেই এবং আপিলগুলি খারিজ করা উচিত।

৭. আমরা আবেদনকারী পক্ষের জন্য সিনিয়র আইনজীবী শ্রী ভি. গিরি এবং ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকারীদের জন্য সিনিয়র আইনজীবী শ্রী এ. মারিয়ারূপথমের বক্তব্য শুনেছি।

৮. ২০০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বরের আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে, সেই আদেশকে রাজ্য বা অন্য কোনও রাজ্য কর্তৃপক্ষ চ্যালেঞ্জ করেনি। তবুও, এই আদেশের উদ্দেশ্য রাজ্য সরকার এবং তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডকে তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড দ্বারা প্রচারিত কোনও আবাসন প্রকল্পে বিকল্প আবাসন স্থান বরাদ্দের জন্য বেসরকারী উত্তরদাতাদের দ্বারা করা উপস্থাপনা (গুলি) বিবেচনা করার নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং, ১৮৯৪ সালের আইনের বিধানগুলি থেকে উদ্ভূত বিবেচনাধীন প্রকল্প বা বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গে কোনও নীতি না থাকা সত্ত্বেও বিকল্প আবাসন সাইট বরাদ্দ করার নির্দেশটি কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্দেশের প্রকৃতির নয়। বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টের দ্বারা এটি প্রথম ভুল ধারণা।

৯. উচ্চ আদালত কর্তৃক উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, আমাদের অবশ্যই আবেদনকারীর সাথে একমত হতে হবে যে বর্তমান মামলার বাস্তব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এগুলির কোনও প্রয়োগ নেই। কারণ, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম শ্রীমতী পিস্তা দেবী এবং অন্যান্যরা। *, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যা মীরাট শহরের বাসিন্দাদের আবাসন সরবরাহের লক্ষ্যে আবাসন প্রকল্পগুলি বিকাশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করেছিল। রিলায়েন্সকে নং, ৯ এবং ১০ অনুচ্ছেদে রাখা হয়েছে, যা এইভাবে পড়েঃ

> " ৯. তবে, উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যাদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি বা দোকানের জায়গাবিহীন ব্যক্তি এবং যদি তাদের জমি থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তারা গুরুতর কুসংস্কারের সম্মুখীন হবে। যেহেতু জমিটি মীরাটের জনগণকে আবাসিক বাসস্থান প্রদানের জন্য অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, অধিগ্রহণের কার্যধারার কারণে যাদের বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে তারাও মীরাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে কিছু ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য হবে। আমরা এই পর্যায়ে দিল্লি উন্নয়ন আইন, ১৯৫৭-এর ধারা ২১ (২)-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপঃ
>
> " ২১. (২) উপ-ধারার অধীনে জমি নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে যাতে যতদূর সম্ভব, বসবাসকারী বা বহনকারী ব্যক্তিরা সুরক্ষিত থাকে ব্যাবসা বা অন্য কার্যক্রম এই স্থানে

২(১৯৮৬) ৪ এস. সি. সি. ২৫১

যদি তারা প্রাধিকারিক বা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে আবাসন পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার উন্নয়ন এবং ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো শর্তাবলী মেনে চলতে ইচ্ছুক থাকে, তবে তাদের উপযুক্ত আবাসন পাওয়ার সুযোগ থাকবে যা তাদের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হবে এবং যে শর্তে তারা জমি অধিগ্রহণ করেছে, সেই দামে যথাযথভাবে মূল্য নির্ধারণ করে সেই শর্তে তাদের আবাসন প্রদান করা হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হাতে না নিয়ে বা সম্পন্ন না করে কোনও জমি বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি তার উন্নয়ন ও ব্যবহার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে জমিটি ক্রয় করতে চায়, তা হলে তা প্রথমে সেই ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তর করবে, যাঁদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।"

১০. যদিও এই ধারাটি বর্তমান অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবুও আমরা মনে করি যে দিল্লি উন্নয়ন আইনের উপরের বিধানটিতে একটি স্বাস্থ্যকর নীতি রয়েছে যা সারা দেশের সমস্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যখন শহরাঞ্চলে ভূমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশাল জমি অধিগ্রহণ করবে তখন তাদের অনুসরণ করা উচিত। আমরা আশা করি এবং আপনার বিশ্বাস যে, মীরাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যার সুবিধার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যতদূর সম্ভব বাজেয়াপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে যুক্তিসঙ্গত শর্তে যুক্তিসঙ্গত আকারের একটি বাড়ির জায়গা বা দোকানের জায়গা প্রদান করবে, যাদের শহরাঞ্চলে কোনও বাড়ি বা দোকান ভবন নেই।"

এই রায়ের উক্তিটি শহরাঞ্চলে ভূমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশাল জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ অবশ্যই শহুরে এলাকার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বা যে শহুরে এলাকায় অধিগ্রহণ করা জমি রয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের আবাসন প্রকল্প প্রদানের উদ্দেশ্যে নয়। উপরোক্ত অধিগ্রহণটি রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এম. আর. টি. এস (রেলওয়ে) প্রকল্পের জন্য এবং রাজ্য সরকার বা রাজ্য কর্তৃপক্ষের জন্য নয়। উপরন্তু, স্বীকারযোগ্যভাবে, প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিকল্প আবাসন সাইট সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লিখিত রেল প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনও প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়নি। এই ধরনের পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে, এটি

অবিশ্বাস্য যে হাইকোর্ট এখনও রাজ্য সরকার এবং তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ডকে রিট এখতিয়ার প্রয়োগ করে একটি নির্দেশ জারি করতে পারে, যাতে বেসরকারী উত্তরদাতাদের (গুলি) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বিভাগ হিসাবে বিকল্প জমি সরবরাহ করা যায়। এই ধরনের নির্দেশ আইনে গ্রহণ করা যায় না। এটি নিউ রেভিয়েরা কুপের হাউজিং সোসাইটি এবং অন্য বনাম বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক এবং অন্যান্যরা ক্ষেত্রে উক্তিটির অন্তর্নিহিত নীতি থেকে আরও জোরদার করা হয়েছে। 'উক্ত সিদ্ধান্তের ৯ নং অনুচ্ছেদে আদালত উল্লেখ করেছে যে, রাজ্য যদি একটি বিকল্প স্থান প্রদানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসত তবে এটি একটি ভিন্ন বিষয় হত, তবে জমি অধিগ্রহণের সমস্ত ক্ষেত্রে সেই নীতিটি একটি শর্ত হিসাবে বাড়ানো যাবে না যে মালিককে অবশ্যই একটি বিকল্প স্থান বা দিতে হবে। আদালত দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে যে, বিকল্প স্থান না দিয়ে তাদের জমি অধিগ্রহণ ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে তাদের জীবনের অধিকারকে লঙ্ঘন করবে।

১০. আবার, কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে. বনাম. এম. ভাস্করন পিল্লাই এবং অন্য[৪], আদালত জমির মালিকদের এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে যে জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের জন্য অব্যবহৃত অধিগ্রহণ করা জমি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। পরিবর্তে, আদালত বলেছিল যে যেহেতু অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমি রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই অব্যবহৃত অধিগ্রহণ করা জমি কেবল জনসাধারণের নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে যাতে জনগণ বেশি মূল্য পেয়ে উপকৃত হয়। অন্য একটি ক্ষেত্রে, তামিলনাড়ু হাউজিং বোর্ড বনাম এল. চন্দ্রশেখরন (মৃত) এল আর এস দ্বারা এবং অন্যরা, আদালত জনসাধারণের আস্থার মতবাদ পুনর্ব্যক্ত করে, যা রাজ্যকে বাজার মূল্যের চেয়ে কম বিবেচনার জন্য সম্পত্তি ফেরত দিতে অক্ষম করে, যদি এটি রাজ্য দ্বারা অন্য কোনও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না যায়, যেখানে ১৮৯৪ সালের আইনের অধীনে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া টি সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভি. চন্দ্রশেখরন এবং আনার বনাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই মত প্রকাশ করা হয়েছে। ৩১ অনুচ্ছেদে আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

> "৩১. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আইনটির অর্থ স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, একবার জমি অধিগ্রহণ করা হলে এবং এটি রাজ্যে ন্যস্ত হয়ে গেলে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হলে, জমিটি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা বা তা জমির মালিকের উদ্বেগের বিষয় নয়

৩ (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৭৩১

৪ (১৯৯৭) ৫ এস. সি. সি ৪৩২

৫ (২০১০) ২ এস. সি. সি ৭৮৬

৬ (২০১২) ১২ এস. সি. সি ১৩৩

অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে। রাজ্যে জমি ন্যস্ত হওয়ার পরে তিনি পার্সোনা নন গ্রাটা হয়ে যান। অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি নিজেই চ্যালেঞ্জ করা না হলে কেবল তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিকে জমি পুনরায় হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই বা কোনও ভিত্তিতে পুনরুদ্ধারের কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না, যদি না কিছু বিধিবদ্ধ সংশোধনী থাকে।"

১১. বেসরকারী উত্তরদাতারা অবশ্য অনুরোধ করবেন যে, রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং রাজ্যের মধ্যে বর্ণিত প্রকল্পটি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল এবং যে কারণে, রাজ্য সরকারকে বিবেচনামূলক কোটা প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান রাজ্য নীতি থেকে প্রবাহিত তার বাধ্যবাধকতা থেকে এটি বের করা যায়নি। বেসরকারী উত্তরদাতা (গুলি) এমন উদাহরণের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে এই বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা অনুসারে ১৫ এপ্রিল, ২০১৯-এ দায়ের করা অতিরিক্ত হলফনামায় আর ৪, আর ৫ এবং আর ৬-এ সংযুক্ত যোগাযোগগুলি থেকে স্পষ্ট হয়।

১২. আমরা উক্ত যোগাযোগগুলি পর্যালোচনা করেছি। এটা স্পষ্ট যে, এই ক্ষেত্রে, এল. আই. জি/এম. আই. জি প্রকল্পের আওতায় বাড়ি নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিকল্প আবাসন স্থান দেওয়ার জন্য একটি নীতি বিদ্যমান ছিল। সেই প্রকল্পগুলি রাজ্য আবাসন পর্ষদ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি বেসরকারী উত্তরদাতাদের কোনও কাজে আসবে না যাদের জমি ভারত সরকার (রেল) দ্বারা বাস্তবায়িত এম. আর. টি. এস প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী উত্তরদাতাদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ১৮৯৪ সালের আইনের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। অতএব, তারা রাজ্য সরকার বা তামিলনাড়ু আবাসন বোর্ডের কাছ থেকে আরও কম ত্রাণ আশা করতে পারে না।

১৩. এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ১ম দফা আমাদের জন্য আবেদনকারীর দ্বারা গৃহীত আবেদনের উপর প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই যে, রাজ্য সরকারের বিবেচনামূলক ক্ষমতা হিসাবে বিকল্প আবাসন স্থান মঞ্জুর সম্পর্কিত নীতি ২০১১ সাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে, রেকর্ড সম্পন্ন করার জন্য, আমাদের অবশ্যই ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের যুক্তিটি লক্ষ্য করতে হবে যে তাদের দাবি অবশ্যই কেবল নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ এটি প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান ছিল এবং কমপক্ষে ২০০৬ সালে বিতর্কিত রায় অনুসারে হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশের সময়। পূর্বোক্ত হিসাবে, আমাদের পক্ষে এই যুক্তিটি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা ধরে নিয়েছি যে বাড়িগুলির উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রকল্পগুলির সেই প্রকল্পের কোনও প্রয়োগ নেই যার জন্য জমিগুলি পি. টি. এম-এর মালিকানাধীন

বেসরকারী উত্তরদাতা (গুলি) ভারত সরকার (রেলপথ) দ্বারা একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

১৪. হাইকোর্টের কাছে যে অন্য সিদ্ধান্তের প্রশংসা করা হয়েছে তারও বর্তমান মামলায় কোনও আবেদন নেই। কারণ, ভারত সিং এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যান্য[৭], জমিটি উন্নয়নের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং শিল্পের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদের উক্তিটি কোনওভাবেই বোঝানো যেতে পারে না যে, রেল দ্বারা বাস্তবায়িত ঘোষিত প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিকল্প আবাসন স্থান বরাদ্দের কোনও নীতি কার্যকর না হলেও, প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের একটি বিকল্প আবাসন সাইট সরবরাহ করা উচিত, তাও রাজ্য দ্বারা। অন্যদিকে, এর মধ্যে পর্যবেক্ষণটি কেবল নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে জমি অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে যাওয়া জমির মালিকদের বিকল্প জমি বরাদ্দের জন্য আবেদন করা উচিত এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে যদি তারা এই ধরনের বরাদ্দের শর্ত পূরণ করে এবং ১এফ জমি পাওয়া যায়। এস. বি. কিশোর বনাম ভারত ইউনিয়নের [৮] ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণটি শহুরে অঞ্চলের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছিল এবং জমির মালিককে দেওয়া ত্রাণ সেই মামলার অদ্ভুত তথ্যে ছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, ত্রাণটি ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিকল্প আবাসন সাইট বরাদ্দ করার বিদ্যমান নীতির প্রসঙ্গে ছিল। এমনকি হংসরাজ এইচ জৈন (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রেও অধিগ্রহণটি একটি নতুন জনপদ স্থাপনের জন্য ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিকল্প আবাসন দেওয়ার জন্য সরকারের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত এই ধরনের অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, যা উক্ত রায়ের ৩৩ অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায়।

১৫. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিতর্কিত রায়টি বাতিল করতে এবং ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা (দের) দ্বারা দায়ের করা রিট পিটিশনগুলি খারিজ করতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।

১৬. তদনুসারে, এই আপিলগুলি অনুমোদিত। ২০০৬ সালের ২৮শে এপ্রিল হাইকোর্টের বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশ যথাক্রমে ২০০৬ সালের ২০০৫,১৯০৭,২০০৬ সালের ১১৯০৮ এবং ২০০৬ সালের ১৯০২৯০ সালের রিট পিটিশনে বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, পূর্বোক্ত রিট পিটিশনগুলি খারিজ করা হয়। সমস্ত মুলতুবি অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

আপিল অনুমোদিত।

৭ (১৯৮৮) ৪ এস. সি. সি ৫৩৪

৮ এ. আই. আর ১৯৯১ এস. সি ৯০

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu